ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 759-767
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.287

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার বিকাশ: অগ্রগতি, সমস্যা ও কর্মসূচীসমূহ

ড. কৌশিক ভক্ত, *সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 07.03.2026; Accepted: 10.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The role of women is so important in the social, political, cultural and economic development of a country. The role of education is so crucial in the empowerment, prosperity, development and welfare of the women. In the past, due to social, cultural customs, economic constraints and institutional flaws the scope of women education was limited. In the post-independence period of India constitutional provisions were introduced, special importance was imposed on the recommendations of different committees, commissions and national education policies. Later, Operational Blackboard, Sarva Shiksha Abhiyan, Mid-Day Meal scheme, Right to Education act, etc. helped in expanding primary education, increasing enrolment ratio and eliminating gender discrimination. The objectives of the study are to know about the development of women education in post-independence period of India, to explore the problems of women education in post-independent India and to know about the different strategies undertaken to promote women education. It is a qualitative study. The data has been collected from various secondary sources like books, articles, journals and websites. In this study, different recommendations of various commissions, committees, educational policies are discussed. Furthermore, some important barriers of women education like lack of proper infrastructure, lack of implementation of policies, social inequality, patriarchy are also highlighted. The study also informs various policies like Beti Bachao and Beti Padhao, Udaan, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya etc. for the development of women education in the post-independent period of India.

Keywords: Women Education, Post-independent India, Education Commission, National Education Policy, Problems of Women Education and Strategies to promote Women Education

আধুনিক ভারতবর্ষের অগ্রগতির বিভিন্ন সূচকগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল নারী শিক্ষার অগ্রগতি। নারীরা প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হলে তাঁরা যথাযত স্বাধীনতা ভোগ করেন, তাঁদের মধ্যে আত্তবিশ্বাস, সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা সমাজ গঠনে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন-

> "একটি পরিবার বা একটি দেশের উন্নতির কোন আশা করা যায় না, যেখানে নারীরা শিক্ষিত নয় এবং অসহায় জীবন যাপন করে।"[১]

ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বৈদিক যুগে নারী শিক্ষার বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এই যুগে নারীরা পুরুষদের মতো উপনয়ন অনুষ্ঠানে যোগদান ও বেদ পাঠ করার অধিকার ভোগ করতেন। বৌদ্ধ যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষা কিছুটা অবহেলিত হলেও পরে নারীদের ভিক্ষুনি সংঘে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু ইসলামীও শাসনকালে নারী শিক্ষার অবনতি ঘটে। ভারতের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে নারী শিক্ষার প্রসার ব্যাপকভাবে অবহেলিত হয়। মিশনারিদের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতি শুরু হয়।[২] ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় উন্নয়ন তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণ, লিঙ্গগত সমতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন -এর জন্য নারী শিক্ষাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শিশুদের সামগ্রিক বিকাশ অনেকাংশে নারী শিক্ষার উপর নির্ভর করে। নারীরা প্রতিটি পরিবার তথা সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হন। তাই বলা হয়- একজন ভালো মা শত শত স্কুল শিক্ষকের সমান। ১৯৫১ সালে ভারতে নারী শিক্ষার হার ছিল ৮.৮৬%যা ২০২১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৭০.৩%-এ।[৩]

অঞ্জু (২০০০) তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেন যে বৈদিক যুগের শুরুতে নারীদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান সন্তোষজনক ছিল, তবে পরবর্তী সময়ে তার ক্রমশ অবনতি ঘটে।[৪]

ভাট (২০১৫) দেখিয়েছেন যে ভারতে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষিত নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৫]

সাহু (২০১৬) তাঁর গবেষণায় লক্ষ্য করেন যে উচ্চশিক্ষার তুলনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা দুর্বল এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামোগত সমস্যা এর প্রধান কারণ।[৬]

পরিমল মণ্ডল (২০২১) বলেন, প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে অবহেলিত এবং বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় মেয়েরা এখনও সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত।[৭]

মীর আদিল হোসেন ও পি. কে. স্বরূপা (২০২৪) তাঁদের গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে ভারতে বিশেষত গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সীমিত।[৮]

স্বাধীনতার পর ভারতে নারী শিক্ষায় অগ্রগতি হলেও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা প্রতিবন্ধকতা এখনও বিদ্যমান। নারী শিক্ষা জাতীয় উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়নের জন্য অপরিহার্য। তাই স্বাধীনোত্তর ভারতের নারী শিক্ষার অগ্রগতি ও সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করা জরুরি, যাতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

গবেষণার পদ্ধতি:

গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ

গবেষণার উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরুপ-

১. স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে নারী শিক্ষার বিকাশ সম্বন্ধে জানা।

২. স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে নারী শিক্ষার সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করা।

৩. স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে জানা।

গবেষণার নকশা-

এটি একটি গুণগত গবেষণা এবং মূলত বর্ণনামূলক।

নারী শিক্ষার বিকাশ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন গৌণ উৎস যেমন- বই, জার্নাল, প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণ:

১ম উদ্দেশ্য- স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে নারী শিক্ষার বিকাশ সম্বন্ধে জানা।

ভারতবর্ষের তৎকালীন নেতৃত্ব মনে করেন নারী শিক্ষার উন্নতি ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারত সরকার বিভিন্ন সংবিধানিক ধারার প্রচলন, কমিশন ও কমিটি নিয়োগ করে। এগুলির সুপারিশগুলি আলোচনা করলে নারী শিক্ষার বিকাশ সম্বন্ধে জানা সম্ভব।

- **ভারতীয় সংবিধানের ৪৫ নম্বর ধারা:** এই ধারায় ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুদের অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ভারতের নারী শিক্ষার অগ্রগতির ইতিহাসে এটি অন্যতম যুগান্তকারী বিষয়।
- **বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯):** দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের সভাপতিত্বে এই শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন নারী শিক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশ করে- উচ্চশিক্ষায় নারী ও পুরুষের সমান অধিকার, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা করা, পাঠ্যক্রমে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়টির অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দেয়।[৯] গ্রামীণ ও দূরবর্তী এলাকার ছাত্রীদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান পাঠে ও সামাজিক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়।
- **মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩):** ড. লক্ষণ স্বামী মুদালিয়র-এর সভাপতিত্বে দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সংস্কার সাধন করার জন্য এই কমিশন গঠন করা হয়। নারী শিক্ষা সম্বন্ধে এই কমিশনের সুপারিশগুলি হল - মেয়েদের শিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা, মেয়েদের উপযোগী বিষয় সমূহ পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা। এছাড়া ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল, বৃত্তি ও অন্যান্য সহায়ক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ-এর উপর জোর দেওয়া হয়।[১০] মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষিকা নিয়োগের সুপারিশও করা হয়। এছাড়া সমাজে নারী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়।
- **জাতীয় নারী শিক্ষা কমিটি (১৯৫৮):** শ্রীমতি দুর্গাবাঈ দেশমুখের নেতৃত্বে এই কমিটি গঠিত হয়। নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য এই কমিটির যে সুপারিশগুলি করে তা হল - নারী শিক্ষার সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা। নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় স্তরে একটি জাতীয় পর্ষদ এবং রাজ্যস্তরে অনুরূপ একটি পর্ষদ গঠন করা। যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষিকা নেই, সেখানে কমপক্ষে একজন গুরু মা নিয়োগ করার ওপর জোর দেওয়া হয়। মাধ্যমিক স্তরের ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- **হংস মেহেতা কমিটি (১৯৬১):** পূর্ববর্তী কমিটির সুপারিশ গুলির ভিত্তিতে নারী শিক্ষার অগ্রগতি আশাপ্রদ ছিল না। তাই ১৯৬১ সালে শ্রীমতি হংস মেহেতার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সুপারিশে বলা হয়- মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের জন্য পৃথক পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা, মেয়েদের উপযোগী বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বিজ্ঞান পাঠে মেয়েদের উৎসাহিত করার কথা বলা।[১১] শিক্ষাগত পেশায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথাও বলা হয়।
- **ভক্তবৎসলম কমিটি (১৯৬৩):** মাদ্রাজের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভক্তবৎসলম-এর নেতৃত্বে এই কমিটি গঠিত হয়। নারী শিক্ষা সম্পর্কিত এই কমিটির সুপারিশগুলি হল- নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকে গুরুত্ব দেওয়া। মেয়েদের জন্য তাদের বাসস্থানের পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্তত একটি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার কথা বলা হয়। ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের

থাকার জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়। দরিদ্র মেয়েদের বিনামূল্যে বই ও পোশাক দেওয়ার ব্যবস্থা করার ওপর জোর দেওয়া হয়।[১২]

- **ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬):** ড. ডি. এস. কোঠারির নেতৃত্বে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশন গঠিত হয়। নারী শিক্ষার অগ্রগতি বিষয়ে এই কমিটির সুপারিশ গুলি হল - শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। মেয়েদের শিক্ষা দানের জন্য পৃথক বিদ্যালয় ও হোস্টেলের ব্যবস্থা করার ওপর জোর দেওয়া হয়। মেয়েদের জন্য পাঠ্যক্রমে চারুকলা, সঙ্গীত ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার স্তরে নারী শিক্ষার প্রসার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়।[১৩]
- **জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৬৮):** সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করার জন্য এই শিক্ষানীতি নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।এই শিক্ষা নীতিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গগত বৈষম্য হ্রাস করার উপর জোর দেওয়া হয়। মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করা ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়।[১৪] সমাজে নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর এই শিক্ষা নীতিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
- **জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬):** এই শিক্ষা নীতিতে নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যে কয়েকটি সুপারিশ করা হয়েছিল তা হল- মেয়েরা যাতে তাদের পুরো শিক্ষাকাল বিদ্যালয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে সে ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমাজের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নারীদের শিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রণয়নের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়। 'নারী শিক্ষা' (Women's Studies) কে পৃথক বিষয় হিসাবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। মেয়েদের জন্য তাদের উপযোগী বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করার উপর জোর দেওয়া হয়। এদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার কথাও বলা হয়। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে যাতে কোনো রকম বিভেদ করা না হয় সে ব্যাপারেও এই শিক্ষা নীতি সুপারিশ করে।
- **জাতীয় সাক্ষরতা মিশন (১৯৮৮):** এই কর্মসূচিতে গ্রামের, উপজাতি ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারের মেয়েদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়। মেয়েদের জন্য তাদের বাড়ির কাছে সাক্ষরতা শিবিরের ব্যবস্থা করার ওপর জোর দেওয়া হয়। গৃহবধূ ও অন্যান্য কাজের সাথে যুক্ত মহিলাদের শিক্ষাদানের সময়সূচী নমনীয় করার কথা বলা হয়। এই কর্মসূচির অংশস্বরূপ 'সম্পূর্ণ সাক্ষরতা অভিযান' গ্রহণ করা হয়, যেখানে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই অভিযানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষক সকলেই ছিলেন মহিলা,যা তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতাবৃদ্ধি করেছিল। মেয়েদের শিক্ষা দানের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য তাদের ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথাও বলা হয়।
- **মহিলা সমাখ্যা কর্মসূচি (১৯৮৮):** ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল মূলত গ্রামীণ ও পিছিয়ে পরা নারীদের ক্ষমতায়ন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা। নারী শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করে সমতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। নারী শিক্ষা বিষয়ে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে নারীদের স্বনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলা।[১৫]
- **প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (১৯৯২):** জাতীয় শিক্ষানীতি, ১৯৮৬-এর বাস্তবায়নের জন্য প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। এতে সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে নারী শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মেয়েদের স্কুলে ভর্তি, নিয়মিত উপস্থিতি ও স্কুলের নির্দিষ্ট শিক্ষাকাল পর্যন্ত

পড়াশোনা চালিয়ে যাবার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। বয়স্ক শিক্ষা ও অপ্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে নারী শিক্ষার প্রসারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে বই, পোশাক সহ হোস্টেলের সুবিধা ও বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছিল। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা নিয়োগ ও তাঁদের প্রশিক্ষণ দানের কথাও বলা হয়েছিল।

- **জাতীয় জনসংখ্যা নীতি (২০০০):** ভারত সরকার প্রণীত এই নীতিতে নারী শিক্ষাকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নারী শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে জনসংখ্যার স্থিতিশীলতার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে মেয়েদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য,পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করার উপর জোর দেওয়া হয়।[১৬]
- **সর্বশিক্ষা অভিযান (২০০১):** এই কর্মসূচির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো। এজন্য গ্রাম ও প্রত্যন্ত এলাকায় নতুন নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা, মেয়েদের জন্য বাড়ির কাছে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা, বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ভর্তি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগত সমতা আনা, মেয়েদের স্কুল ছুট রোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিল। তপশিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ও প্রতিবন্ধী মেয়েদের শিক্ষার জন্য এই অভিযানে বিশেষ সহায়তা প্রদান করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।
- **জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০):** এই শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত মেয়েদের জন্য সমান সুযোগ দানের কথা বলা হয়েছিল। এছাড়া মেয়েদের স্কুলে ভর্তি, উপস্থিতি বাড়ানো, স্কুল-ছুট কমানো, জীবনমুখী দক্ষতা বৃদ্ধিকারী কর্মসংস্থান সংক্রান্ত শিক্ষা প্রদানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও সর্বোপরি মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল।[১৭]

২য় উদ্দেশ্য- স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে নারী শিক্ষার সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করা।

সংবিধানে পুরুষ-নারীদের সমান অধিকার আইনগতভাবে স্বীকৃত হলেও স্বাধীনতার প্রায় সাত দশক পরেও নারী শিক্ষার অবস্থা কাঙ্খিত জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি। এর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতাগুলি হল-

(ক) সামাজিক প্রতিবন্ধকতা- নারী ও পুরুষ সমাজের দুই প্রধান স্তম্ভ। সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতাগুলি নিম্নরূপ-

(i) রক্ষণশীলতা: ভারতীয় রক্ষণশীল, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা মেয়েদের বাড়ির বাইরে বেরিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে। সমাজের একাংশের এই ধরনের চিন্তাভাবনা নারী শিক্ষার প্রসারের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১৮]

(ii) বাল্যবিবাহ: বিশেষত গ্রামাঞ্চলে একটি বড় অংশের মেয়েদের ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর এই সমস্ত মেয়েরা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেনা, তাই ভারতীয় সমাজে বাল্যবিবাহ নারীশিক্ষার অগ্রগতির পথে অন্যতম একটি বাধা হিসাবে কাজ করে।

(iii) **অভিভাবকদের নিরক্ষরতা:** সাধারণত অভিভাবকরা যদি নিরক্ষর হন তাহলে তাঁরা তাঁদের মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হন না। ফলে অভিভাবকদের বিশেষত মায়েদের নিরক্ষরতা মেয়েদের শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

(iv) **সচেতনার অভাব:** পরিবারের অভিভাবক সহ বয়স্ক মানুষদের একাংশের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। ছেলে সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে তাঁরা যতটা যত্নবান হন, মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা অবহেলা দেখান। এই সচেতনার অভাবই নারী শিক্ষার অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।

(খ) মনোবৈজ্ঞানিক প্রতিবন্ধকতা-

(i) **অভিভাবকদের মানসিকতা:** মেয়েদের শিক্ষা অনেকাংশে নির্ভর করে অভিভাবকদের পড়াশোনার প্রতি মনোভাব ও মানসিকতা থেকে। অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা যাই হোক না কেন অভিভাবকরা যদি মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে না চান তাহলে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

(ii) **অবহেলা:** পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনেক ক্ষেত্রে মনে করা হয় মেয়েরা বৌদ্ধিক কাজে পারদর্শী নয়। পরিবারে কন্যা সন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তানকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ধরনের অবহেলা নারী শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

(গ) ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা-

(i) **অপব্যাখ্যান:** কিছু সুবিধাভোগী মানুষ ধর্মের অপব্যাখ্যান দিয়ে নারীদের শৃঙ্খলিত করে চলেছে। ফলস্বরূপ মেয়েরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এর ফলে মেয়েদের মধ্যে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কারগ্রস্থ হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে ।

(ii) **প্রাচীন প্রথা:** মধ্যযুগের সমাজে নারীর অবস্থানের অবনতি হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদির প্রভাবে নারীদের অবস্থার অবনতি হয়। ফলস্বরূপ মেয়েরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে।

(ঘ) অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা-

(i) **দরিদ্রতা:** দরিদ্রতার কারণে অভিভাবকরা অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান না। অনেক ক্ষেত্রেই কন্যা সন্তানকে বাড়িতে রেখে গৃহ কর্মের সাথে যুক্ত করেন বা অন্যান্য কোন কাজের সাথে যুক্ত করে দেন।

(ii) **অপুষ্টি:** ভারতীয় সমাজে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে অপুষ্টি জনিত সমস্যা দেখা যায়। দরিদ্রতাসহ অন্যান্য কারণে মেয়েদের মধ্যে অপুষ্টি দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে ধারাবাহিকভাবে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।[১৯]

(iii) **শিশুশ্রমিক:** সরকারি আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মেয়েদের কারখানায়, কৃষিকাজে, ইঁট ভাটায় শিশু শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই শিশু শ্রমের প্রবণতা মেয়েদের তাদের পড়াশোনা থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

(ঙ) শিক্ষাগত প্রতিবন্ধকতা-

(i) **মেয়েদের স্কুলের অভাব:** অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরা তাঁদের মেয়েদের বিশেষভাবে বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল, যা নারী শিক্ষার পথে বাধা হয়ে উঠেছে।

(ii) হোস্টেলের অভাব: মূলত গ্রামাঞ্চল বা দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে মেয়েরা বাড়ির কাছাকাছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পায় না, এক্ষেত্রে স্কুলে মেয়েদের হোস্টেল থাকা খুব দরকার। মেয়েদের হোস্টেলের অভাব নারী শিক্ষার অন্যতম একটি প্রতিবন্ধকতা।

(iii) অপচয় ও অনুন্নয়ন: সংবিধানে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হলেও সমাজের একাংশ এখনো বিদ্যালয়মুখি হয়নি। যারা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকে দরিদ্রতা, বাড়ি ও স্কুলের মধ্যে ব্যাপক দূরত্ব, অল্প বয়সে বিবাহ ইত্যাদি কারণে নির্দিষ্ট পাঠ শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করছে। আবার কিছু সংখ্যক মেয়েরা একই শ্রেণীতে বছরের পর বছর থেকে যাচ্ছে, এই অপচয় ও অনুন্নয়ন নারী শিক্ষার প্রসারের অন্যতম বাধা।[২০]

(iv) পরিকাঠামোর অভাব: মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণের জন্য যে সমস্ত সহশিক্ষা মূলক প্রতিষ্ঠান বা বালিকা বিদ্যালয়ে যায়, সেখানে উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। পৃথক কমনরুম, পৃথক পরিষ্কার শৌচালয়, যথাযথ শ্রেণীকক্ষ, পরিশুদ্ধ পানীয় জল, উপযুক্ত লাইব্রেরী, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব, পর্যাপ্ত মিড্ ডে মিলের অব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে মেয়েরা স্কুলে যেতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে না, তাদের শিক্ষা গ্রহণের পথে এই ধরনের পরিকাঠামোর অভাব বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৩য় উদ্দেশ্য: স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে জানা।

শিক্ষা শুধুমাত্র নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করে না বরং এটি তাঁদের অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হতে শেখায়। ভারতে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারিভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

- **কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় (২০০৪):** সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল এবং বিদ্যালয় ছুট মেয়েদের শিক্ষার জন্য ভারত সরকার এই কর্মসূচি গ্রহণ করে।
- **মাধ্যমিক স্তরের মেয়েদের জন্য জাতীয় উৎসাহ প্রকল্প (২০০৮):** কেন্দ্রীয় সরকার গৃহীত এই প্রকল্পের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের মেয়েদের বিদ্যালয়-ছুট দূর করে তাদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার বাবস্থা করা হয়। এজন্য প্রতিটি যোগ্য ছাত্রীদের নামে ৩০০০ টাকা স্থায়ী আমানত করা হয়।
- **বেটি বাঁচাও ও বেটি পড়াও (২০১৫):** ভারত সরকার গৃহীত এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল- লিঙ্গগত বৈষম্য দূর করা ও বিদ্যালয় স্তরে মেয়েদের ভর্তির হার বৃদ্ধি করা।
- **উড়ান (২০১৫):** ভারত সরকারের এই শিক্ষা সহায়তা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল সংখ্যালঘু ও অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল পরিবারের মেয়েদের শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন করা।
- **বৃত্তি সমূহ :** মূলত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য দুধরনের বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে-

➢ স্বামী বিবেকানন্দ সিঙ্গেল গার্লস চাইল্ড স্কলারশিপ ফর রিসার্চ ইন সোশ্যাল সাইন্সেস
➢ পোস্ট গ্রাজুয়েট ইন্দিরা গান্ধী স্কলারশিপ ফর সিঙ্গেল গার্ল চাইল্ড
➢ পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপ টু ওমেন ক্যান্ডিডেটস

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করে। সেগুলি হল-

- **কন্যাশ্রী প্রকল্প (২০১৩):** মেয়েদের শিক্ষালয়ে ধরে রাখা, আর্থিকভাবে ক্ষমতায়ন করা ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য এই প্রকল্পটি চালু হয়। এই প্রকল্পে অষ্টম-দ্বাদশ শ্রেণীর যোগ্য ছাত্রীদের জন্য বাৎসরিক ও এককালীন অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়।
- **সবুজ সাথী প্রকল্প (২০১৫):** স্কুলগামী মেয়েদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, নিয়মিত স্কুলে যেতে উৎসাহিত করা ও উচ্চশিক্ষায় বিদ্যালয়-ছুট দূর করার জন্য বিনামূল্যে সাইকেল বিতরণের লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

সর্বোপরি, নারী শিক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্নস্তরে ওয়ার্কশপ ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। মেয়েদের দক্ষতা ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থ্যা করা হচ্ছে।

উপসংহার:

মূলত সামাজিক পশ্চাৎপরতার কারণে অতীতে ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার অগ্রগতির ধারা ছিল ধীর প্রকৃতির। পরবর্তী সময়ে সাংবিধানিক বিধান,সরকারি নীতি ও বিভিন্ন কমিটি, কমিশনের সুপারিশে নারী শিক্ষা ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকে। বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন, খেলাধুলা, প্রশাসন, রাজনীতি সমস্ত ক্ষেত্রেই মেয়েরা পুরুষদের মত সমান অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

যদিও গ্রামের মানুষদের মধ্যে নারী শিক্ষার ব্যাপারে ধীরে ধীরে সচেতনতা বাড়ছে, আরো বেশি সংখ্যক মেয়েরা উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ করছে, তবুও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রতা, কুসংস্কার, লিঙ্গগত বৈষম্য, নিরাপত্তার অভাব, পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব প্রভৃতি নারী শিক্ষার পথে বাধা হয়ে রয়েছে। ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে কিন্তু সেগুলিকে কার্যকরী ভাবে তৃণমূল স্তরে বাস্তবায়িত করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয়নি।

সর্বোপরি, নারী শিক্ষার প্রকৃত উন্নতির জন্য সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ও বৃহত্তর সচেতনতার প্রয়োজন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, প্রশাসন সকলকেই সদর্থক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত মায়েদের নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য সচেতন করা বিশেষ প্রয়োজন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যথার্থই বলেছেন,

> "একজন পুরুষকে শিক্ষিত করলে একজন ব্যক্তিকেই শিক্ষিত করা হয়, কিন্তু একজন নারীকে শিক্ষিত করলে একটি সম্পূর্ণ পরিবারকে শিক্ষিত করা হয়। নারী ক্ষমতায়ন মানেই ভারত মাতার ক্ষমতায়ন।"[২১]

তথ্যসূত্র:

১. রহমান, মুর্শিদা। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শনে নারীমুক্তি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। কলা অনুষদ পত্রিকা, ১৩ (১৮), ২০২৩,পৃ. ২৩৩-২৪৪।

২. Chakraborty, Prosenjit & Varma, Vandana. Evaluation of Women's Education During Pre and Post Independence in India. *Elementary Education Online* 20(5), 2023: pp. 8482–8488. https://ilkogretim-online.org/index.php/pub/article/view/3936.

৩. Government of India. NSO data (2019–21). Female literacy rate in India. 2022.

৪. Anju. *Indian Concept of Women Education*. As cited in "Women Education in India: Issues and Challenges," *International Journal of Creative Research Thoughts* (IJCRT), vol. 9, no. 1, 2021.

৫. Bhat, Rouf. Role of Education in the Empowerment of Women in India. Journal of Education and Practice, 6(10), 2015, pp. 188-191.

৬. Sahoo, Sanjukta. Girls' Education in India: Status and Challenges. International Journal of Research in Economics and Social Sciences, 6 (9), 2016, pp. 130–141.

৭. Mandal, Parimal. A Study on the Development of Women Education in India in the Light of Government Initiatives. International Journal of Creative Research Thoughts, 9(1), 2021, pp. 2721-2735.

৮. Mir, Aadil & Swaroopa. Women Education in India: Issues and Challenges. *International Journal of Educational Knowledge and Social Sciences* 3(5), 2024, pp. 210–218.

৯. ভক্তা, ভক্তি ভূষণ ও ভক্তা, চন্দন। ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা। অ আ ক খ প্রকাশনী, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০০১, পৃ. ৪৪৬।

১০. তদেব, পৃ. ৪৪৬।

১১. তদেব, পৃ. ৪৪৭-৪৪৮।

১২. মন্ডল, অজিত ও বাগ, অনুপ। ভারতবর্ষে নারীশিক্ষা। আহেলি পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০২২, পৃ. ১১৪-১১৭।

১৩. তদেব, পৃ. ১০৩-১০৫।

১৪. তদেব, পৃ. ৮৮-৯০।

১৫. Mahila Samakhya: A National Review. Ravi Matthai Centre for Educational Innovation, Indian Institute of Management Ahmedabad, 2014.

১৬. Government of India. National Population Policy 2000. Reprint. New Delhi: Ministry of Health and Family Welfare, Department of Family Welfare, 2002.

১৭. Government of India, Ministry of Human Resource Development. National Education Policy 2020. Government of India, 2020, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/2020/BENGALI.pdf.

১৮. Sing, Bapan, Acharjee, Koushik & Jana, Koushik. Development and Obstacles of Women Education in Independent India. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 2020, 7(5), pp.1186-1193, www.jetir.org

১৯. Mishra, V. K. and Retherford, R. D. Women's Education Can Improve Child Nutrition in India. National Family Health Survey (NFHS), no. 15. Mumbai: International Institute for Population Sciences, 2000. ISSN 1083-8678.

২০. ইসলাম, নুরুল। ভারতীয় শিক্ষা-ইতিহাসের রূপরেখা। শ্রীধর প্রকাশনী, কোলকাতা,২০১৮, পৃ. ১৭২

২১. Shetty, Sowjanya and Hans. V. B. Role of Education in Women Empowerment and Development: Issues and Impact. September 26, 2015. SSRN. https://ssrn.com/abstract =266589